بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১ জুন ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক জার্মানীর কার্লসরূহের জলসাগাহে প্রদত্ত ১ জুন ২০১২-এর (১ এহসান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জার্মানীর বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। জলসার ব্যবস্থাপকরা গতবারের সমস্যাগুলো সামনে রেখে এবার মানোন্নয়নের চেষ্টা করেছেন। এর মাঝে সর্বাগ্রে ছিল শব্দমান বা বক্তৃতাদি সঠিকভাবে শোনার ব্যবস্থা করা। আজ বোঝা যাবে যে, এ ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি হয়েছে। গতবারের জলসাও এখানে এই হলে বা কার্লসরূহেতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেটি প্রথম জলসা ছিল। তাই জানা কথা, নতুন স্থানে বিভিন্ন সমস্যা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিতেই পারে। এটি এমন কোন বিষয় নয় যার জন্য ব্যবস্থাপকদের অপ্রয়োজনীয় সমালোচনা করা যেতে পারে বা আপত্তি করা যেতে পারে। হ্যাঁ দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত হত যদি তারা নিজেদের ভুল-ভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি না দিত আর সমাধানের চেষ্টা না করত। কিন্তু আমি যেমন বলেছি, ব্যবস্থাপকরা নিজেদের দুর্বলতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে দুর্বলতা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অনুরূপভাবে গতবার নতুন জায়গা হবার কারণে ব্যয়ের অনুমান ভুল ছিল ফলে খরচ কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল, এবার ব্যয় সংকোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তবুও এটি নিশ্চিত, এখনো আরো উন্নতির সুযোগ থাকবে। এ দিকে ব্যবস্থাপনাকে দৃষ্টি দিতে হবে। উন্নয়নশীল জাতি পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় এবং সামনে অগ্রসর হয়, উন্নতি করতে থাকে। অনেক সময় নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আবার কখনো অন্যের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে। প্রতিটি ভাল পরামর্শ এবং প্রতিটি ভাল জিনিসকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। এ কথাটিই আমাদের প্রিয় নবী হুযূর (সা.) আমাদেরকে বলেছেন, **'প্রতিটি ভাল কথা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মু'মিনের হারানো সম্পদ তা যেখানেই পাও কুড়িয়ে নাও কেননা এরই মাঝে আধ্যাত্মিক এবং ইহ জাগতিক উন্নতির রহস্য নিহিত আছে'।**

গতবছর আমি যখন জার্মানীতে এসেছিলাম তখন সেখানকার প্রাদেশিক গভর্নরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত লর্ড মেয়র বা মেয়রের সামনে এই হাদীসটিই উত্থাপন করেছিলাম। তিনি শুনে বলেছিলেন, **'যদি এটিই তোমাদের শিক্ষা হয় এবং এমনই তোমাদের কাজ হয়ে থাকে তাহলে তোমরা অচিরেই জগদ্বাসীকে জয় করে নেবে বা তারা তোমাদের সাথে যোগ দেবে'।** কমবেশি প্রায় এমন কথাই তিনি বলেছিলেন, এটিতো হবেই– ইনশাআল্লাহ্।

আমরা যদি উন্নতির পথে ধাবমান জাতি হই– যা আমরা অবশ্যই, তাহলে আমরা কোন দুর্বলতা দেখে চোখ বুজে বসে থাকতে পারি না। আমাদের অবস্থার উন্নতির দিকে নযর দিতেই হবে। সংশোধনের চেষ্টা

করতেই হবে। কেবল শুধু এটিই নয় যে, আমরা জাগতিক দৃষ্টিতে দেখব। বরং আমাদের দাবী হচ্ছে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি যিনি বিশ্বের বুকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সবচেয়ে বড় নিষ্ঠাবান প্রেমিক, তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার আল্লাহ্‌কে প্রদানের শিক্ষা দিতে এসেছেন। তিনি আমাদেরকে মানুষের অধিকার প্রদানের কথা বলতে এসেছিলেন। এসব কারণে আমাদের উচিত আমরা যেন প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক কথায় তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি তাকওয়ার প্রতি নজর রাখি। আল্লাহ্‌র ভয় আমাদের অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে এছাড়া আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছি তা আমাদের পালন করতেই হবে।

অতএব এসব বিষয় দৃষ্টিতে রেখে আমাদেরকে আমাদের সব ধরনের দুর্বলতা দূর করতে হবে এবং এর জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। শুধু প্রশাসনিক দুর্বলতা নয় বরং ব্যক্তিগত দুর্বলতাও দূর করতে হবে। আর জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যখন এ চিন্তা-চেতনার সাথে জলসায় আসবে, প্রতিটি নর-নারী যখন তাদের চিন্তা-ভাবনায় এমন উন্নতি সাধন করবে এবং ব্যবস্থাপনাও এ বিষয়গুলো সামনে রেখে বা এভাবে বলা যেতে পারে, যে তাক্বওয়ার নিরিখে কাজ করবে করবে তখন অংশগ্রহণকারী ও কর্মী সকলেই জলসার কল্যাণে ভূষিত হবে আর মোটের উপর জামাত উন্নতির সোপান ক্রমশঃ মাড়াতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

সর্বদা মনে রাখবেন! জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেখানে ইবাদত, তবলীগ, তাক্বওয়া এবং অন্যান্য কিছু উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেখানে বিশেষভাবে বান্দার প্রাপ্য অধিকার ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার বিষয়ে অনেক কিছু বলেছেন। আসলে মানুষের মাঝে যদি সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার যথাযথ চেতনা জন্মে তবে বান্দার প্রাপ্য অধিকার এমনিতেই সংরক্ষিত হবে। অতএব প্রত্যেক আহমদীকে এ দিকে মনোযোগী হতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার বিষয়ে যখনই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন বা ঘোষণা দিয়েছেন তখনই এ বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি যেখানে আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতি, তাক্বওয়া, সাধুতা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেখানে নমনীয়তা, পারস্পরিক ভালবাসা, ভাতৃত্ব বন্ধন, বিনয় ও নম্রতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, নিছক ইবাদতের নামই তাক্বওয়া নয়, শুধু জামাতের সেবা করার নাম তাক্বওয়া নয়, শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালবাসা বহিঃপ্রকাশ করার নাম তাক্বওয়া নয়, কেবলমাত্র মসীহ্ মওউদ (আ.) ও খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের নাম তাক্বওয়া নয় বরং তাক্বওয়া তখনই পূর্ণতা পাবে যখন পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, স্বামী-সন্তান, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, ভাই-বোন, জামাতের সদস্যের, এমনকি যখন শত্রুর প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করা হবে। আর এসব শিক্ষা পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আমরা জলসায় অংশগ্রহণ করেছি যেন আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করতে পারি। কাজেই জলসায় আগতরা যেখানে তাদের ইবাদত ও আল্লাহ্ তা'লার বিধি-বিধান পালনের প্রতি দৃষ্টি দিবেন অর্থাৎ যেখানে আপনারা ইবাদত, নামায, দোয়া ও যিক্‌রে ইলাহীর প্রতি মনোযোগী হবেন সেখানে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার বিষয়ে আত্মবিশ্লেষণ করুন। অন্যথায় এ কথা সত্য যে, আপনারা এমন একস্থানে উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন ধরনের মানুষের সমাগম হয়েছে, এমন এক স্থানে এসে গেছেন যেখানে আত্মীয়-স্বজন এবং কিছু সমমনা মানুষ এসেছে, এমন এক স্থানে এসে এসেছেন যেখানে কিছু জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষামূলক বক্তৃতা হয়ত আপনারা উপভোগ করবেন কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হবে না। কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মানবাধিকার ও বিশেষ করে ভাইয়ের প্রতি সহমর্মিতার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (এ পর্যায়ে হুযূর বলেন, প্রতিধ্বনি হচ্ছে, ব্যবস্থাপকদের কাছে আমি জানতে চাই; মানুষ শুনতে পাচ্ছে কিনা?) একবার কোন বিশেষ অবস্থা ও জামাতের কতিপয় লোকের আচরণের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'জলসা সালানা' স্থগিত ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছিলেন, **'আমি জানতে পেরেছি, কোন কোন বন্ধু জামাতভুক্ত হয়ে এবং এ অধমের হাতে বয়আত করে বিশুদ্ধ তওবার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও এমন বক্র হৃদয়ের অধিকারী যে, জামাতের**

দরিদ্র ভাইদেরকে নেকড়ের দৃষ্টিতে দেখে। অহংকারের কারণে ভালো ব্যবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শন তো দূরের কথা সালামও দিতে চায় না'। তিনি (আ.) বলেন, **'আমি তাদেরকে হীন ও স্বার্থপর মনে করি, কারণ তারা তুচ্ছ স্বার্থে বিবাদে লিপ্ত হয়। অন্যের সাথে ঝগড়া বাঁধায় এবং অনর্থক অন্যের উপর আক্রমন করে বসে। প্রায়শঃ বিবাদ গালমন্দ পর্যন্ত গড়ায় এবং হৃদয়ে বিদ্বেষ লালন করে'**। তিনি (আ.) বলেন, **'আমি আশ্চর্যান্বিত হই, হে আল্লাহ্ এ কি অবস্থা— এ কোন জামাত— যারা আমার সাথে আছে? অবাধ্য প্রবৃত্তির কেন তারা দাসত্ব করে, কেন এক ভাই অন্য ভাইকে কষ্ট দেয় এবং কেন একজন অপরের চাইতে উপরে থাকতে চায়? আমি সত্য সত্য বলছি, অন্যের আরামকে নিজের আরামের উপর যথাসাধ্য প্রাধান্য না দেয়া পর্যন্ত কারো ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না'**। তিনি (আ.) বলেন, **'যতদিন আমার জামাতের সদস্যদের মধ্যে আল্লাহর তা'লা আপন অনুগ্রহে দয়ামায়া, নম্রতা, সহানুভূতি ও শ্রমসাধনার অভ্যাস সৃষ্টি না করবেন ততদিন পর্যন্ত জলসা করা আমি সমীচীন বলে মনে করি না'**।

অতএব দেখুন! জামাতের সদস্যদের পরস্পরের মাঝে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, সহানুভূতি এবং অন্যের প্রতি ত্যাগের মানসিকতা না থাকার দরুন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কত দুঃখ-কষ্ট ও মনবেদনার বহিঃপ্রকাশ করছেন, এমনকি শান্তি স্বরূপ জলসাও স্থগিত করেছেন। অনেকে মনে করেন, ব্যবস্থাপনা ও উপকরণাদির অপ্রতুলতার কারণে তিনি (আ.) জলসা হতে দেন নি। অথচ এর কারণ ছিল পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির অভাব এবং কিছু লোকের অহংকার বা অহমিকা প্রদর্শন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রচন্ড ব্যথিত করেছে। আমার মনে আছে, কয়েক বছর পূর্বে জার্মানীতে আমি এক জরুরী শূরা ডেকেছিলাম। সেখানে জলসা সম্পর্কে আলোচনার সময় এক একজনের কথায় আমার মনে হল, তার বা কারো কারো মতে এক বছর জলসা না হওয়া উপকরণাদির ঘাটতির কারণে ছিল। আসলে উপকরণাদির ঘাটতি একটি আনুসঙ্গিক কারণ ছিল মাত্র, তবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির অভাবের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে মনঃকষ্ট হয়েছিল সেটিই জলসা স্থগিত হবার মূল কারণ ছিল। তাই সর্বদা মনে রাখবেন, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করা এবং একে অপরের সম্মান না করা কোন সাধারণ বিষয় নয়। প্রত্যেক এমন আহমদী যে অন্যের অধিকার প্রদান করে না এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতি রাখে না সে যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বাক্যটি সর্বদা নিজের সামনে রাখে, "আমি বড়ই আশ্চর্যান্বিত হই, হে আল্লাহ্ এ কি অবস্থা! এ কোন জামাত যা আমায় সঙ্গ দিচ্ছে?"

আমি যেভাবে বলেছি, এ জলসার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অধিকার সমূহ প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বান্দার অধিকার প্রদানের পাশপাশি নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনতে হবে আর এটি অত্যাবশ্যকীয়। তিনি (আ.) চরম আক্ষেপের সাথে বলছেন, তারা নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু নামায কী তা তারা জানে না। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর বিনয় ও আনুগত্যের সিজদা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল বাহ্যিক সিজদার উপর ভরসা করা দুরাশা মাত্র । অতএব বিনয়, নম্রতা এবং নিজ ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন তার নামায, জামাতী সেবা, কোন পদ লাভ এবং আর্থিক কুরবানীর কারণে আনন্দিত ও তৃপ্ত না হয়। আল্লাহ্‌র ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের মনোবাসনা যার মধ্যে বিদ্যমান, সে প্রকৃতপক্ষে তাক্বওয়ার পথে চলতে আরম্ভ করে। তাক্বওয়ার উপর পরিচালিত ব্যক্তি পুণ্য করে কখনো তৃপ্ত হয় না এবং তার মধ্যে অহংকার থাকে না। বরং তার মাঝে খোদা ভীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বরং প্রতিটি সৎকর্মের পর তার মনে এই সংশয় দানা বাঁধে যে, জানি না আমার এই কর্ম খোদার সন্নিধানে গৃহীত হয়েছে কি না? অতএব প্রকৃত পুণ্য তাক্বওয়ার জন্ম দেয় এবং তাক্বওয়া মানুষের মাঝে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ এ বিষয়টিই আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে এসেছেন। অন্যের প্রতি সহমর্মিতার চেতনা জাগ্রত রাখার গুরুত্ব এ থেকে অনুমান করে নিন, বয়আতের শর্তাবলী যা একজন আহমদীর জন্য— প্রকৃত আহমদী মুসলমান বলে আখ্যায়িত হবার মৌলিক বিষয়, এর চতুর্থ শর্তে তিনি (আ.) বলেন, **'প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশে আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্ট জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে হাত, জিহ্বা বা অন্য কোন উপায়ে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবে না'**।

অতএব এক আহমদী মুসলমানের পক্ষ থেকে শুধু আহমদী মুসলমানই নয় বরং প্রত্যেক মুসলমান সকল প্রকার অন্যায় কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকা উচিত। আর কেবল সকল মুসলমানই নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট সকল জীব নিরাপদে থাকা আবশ্যক। অনেকে এমন আছেন যারা কাউকে কষ্ট দেয় না, নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকে কষ্ট দেয়ার নোংরামী থেকে পবিত্র থাকে এ থেকে সে যেন মনে না করে যে, সে পুণ্যের উন্নত শিখরে পদার্পণ করে ফেলেছে। মু'মিনের প্রত্যেক পদক্ষেপ সামনের দিকে অগ্রসরমান থাকে তাই তাকে আরো সামনে অগ্রসর হতে হবে, এমন না হলে তাক্বওয়া ও ঈমানে উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়াতের শর্তাবলীর মাঝে নবম শর্তে বলেছেন, **'আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে'।**

অতএব আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে কৃত পুণ্যকর্মই প্রকৃত পুণ্য বলে আখ্যায়িত হবে। আর এই সন্তুষ্টি লাভের জন্য এক ব্যক্তি তার সকল শক্তি-সামর্থ ও ধন-সম্পদ আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট জীবের সেবায় নিয়োজিত করে। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট জীবের মাঝে সবচেয়ে সেরা হলো মানুষ যা 'আশরাফুল মাখলুক্বাত'। অতএব প্রকৃত মানুষ তখনই হওয়া যায় যখন মানবাধিকার নিশ্চিত করার প্রতি দৃষ্টি থাকে, অন্যের উপকার সাধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি, অমুসলমানরা যারা মানুষের অধিকারের কথা বলে আমি তাদের সামনে ইসলামের এই সৌন্দর্য উপস্থাপন করে থাকি, তোমাদের জাগতিক ব্যবস্থাপনা নিছক কতক অধিকার নির্দিষ্ট করে বলে, এগুলো আমাদের অধিকার অতএব আমাদেরকে এই অধিকার দাও নইলে বল প্রয়োগ করা হবে অপরদিকে ইসলামের শিক্ষা হল, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হয়ে থাকলে পরস্পরের অধিকার প্রদান কর। মানুষের পরস্পরের প্রতি যে দায়িত্ব আছে তা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন। কাজেই জাগতিক ব্যবস্থাপনা আর খোদা তা'লার ব্যবস্থাপনার মাঝে এটি হল মৌলিক পার্থক্য। জাগতিক ব্যবস্থাপনা অধিকাংশ সময়ই শুধু নিজেদের অধিকার বা প্রাপ্য আদায়ের কথা বলে, আর এরজন্য কখনো কখনো অসদুপায়ও অবলম্বন করা হয়। আর খোদা তা'লা মু'মিনদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা সত্যিকারের মু'মিন হয়ে থাকলে, আমার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হয়ে থাকলে, অধিকার প্রদান কর। শুধু অধিকার চাইলেই অধিকার দেবে তা যেন না হয় বরং প্রাপ্য প্রদানের প্রতি দৃষ্টি রেখে সকল অধিকার দাও এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রাপ্য প্রদান কর। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সেবার মনোভাব রেখে এসব অধিকার দাও। এখন দেখুন! আহমদীদের মাঝে যদি এই চেতনার সৃষ্টি হয় আর এই মনোভাব সামনে রেখে যদি অধিকার প্রদানের চেষ্টা করে তাহলে জামাতে ও ব্যবস্থাপনার সামনে এ ধরনের ঝগড়া-বিবাদ এবং সমস্যাবলীর প্রশ্নই উঠে না। যুগ খলীফার অনেকটা সময় এমন সমস্যার সমাধান বা অন্ততপক্ষে মাসে এ ধরনের শতশত চিঠি পড়ে জবাব দিতে অথবা নিদেনপক্ষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে মার্ক করতে ব্যয় হয় যা জামাতের জন্য কল্যাণকর কোন গঠনমূলক কাজে ব্যয় হতে পারে। যুগ খলীফার নিকট যখন এ ধরনের বিষয় উপস্থাপিত হয় তখন তাঁকে তা দেখতেই হয়। তাঁকে দেখতে হয় প্রসাশনিক সুব্যবস্থার জন্য, সংশোধনের উদ্দেশ্যে এবং সহানুভূতিপূর্ণ চেতনার বশবর্তী হয়ে। যেন কোথাও কোন আহমদী স্বার্থান্ধ হয়ে নিজের অধিকারের কথা ভেবে অন্যের অধিকার খর্ব করে নিজেকে পরীক্ষায় না নিপতিত করে আর আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরিণত না হয়। অথবা কোন নিরীহ মানুষ যেন নির্যাতন ও অত্যাচারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত না হয়। অনেক সময় মানুষ জামাত বা যুগ খলীফার সিদ্ধান্তকে মেনে নেয় না। পরামর্শ মানার কথা কিন্তু অনেক বুঝানোর পরও তারা মান্য করতে সম্মত হয় না বরং হঠকারিতা ও নাছোড় বান্দার মত আচরণ প্রদর্শন করে। এ ধরনের মানুষকে তখন শক্ত জবাব দিতে হয়। অনেক সময় আমি এমন লোকদের বলে দেই, ঠিক আছে যদি তুমি এ সিদ্ধান্ত মানতে প্রস্তুত না হও তাহলে জামাতও তোমার বিষয়ে মাথা ঘামাবেনা। আবার অনেক সময় কঠোরতা প্রদর্শন করে তাদেরকে শাস্তিও দেয়া হয়। কিন্তু আবেগ অনুভূতির কারণে এসব লোকের জন্য দোয়া করতেও বাধ্য হই যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের হিদায়াত দান করেন। আর জাগতিক কোন বিষয়ের

কারণে তারা যেন ধর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজেদের পরকালকে ধ্বংস করে না দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'অন্যায় কষ্ট দিবে না'** এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনেক সময় কিছু বিষয় অন্যরা কষ্ট পেয়ে থাকে আর তা যথার্থও বটে। যেমন কিনা আমি বলেছি, জেনে বুঝে পরিকল্পিতভাবে কাউকে দুঃখ-কষ্ট দিবে না। মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে কখনো জেনে বুঝে কারো কষ্টের কারণ হন না। আর কখনো হওয়াও উচিত না। দ্বিতীয় হচ্ছে, অনেক সময় কোন কোন ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে জামাত ও খলীফাকে কতিপয় পদক্ষেপ নিতে হয় যা অন্যের জন্য কষ্টের কারণ হয়। কিন্তু এ কষ্ট সংশোধনের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়। কিন্তু এহেন অবস্থায়ও যদি কেউ শাস্তি বা কষ্টের ভেতর দিয়ে দিনাতিপাত করে তাহলে সহানুভূতির প্রেরণা নিয়ে তার জন্য দোয়া করা আবশ্যক। এরূপ পরিস্থিতিতে খলীফাকে সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক পরিস্থিতির ভেতর সময় অতিবাহিত করতে হয়। ভাবি যে কোথাও আমি কারো কষ্টের কারণ হচ্ছি না তো? আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার করছি না তো? আমার কোন কর্মের কারণে কারো ঘরের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে না তো? কেবল এটিই নয় বরং এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত যাতে করে সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে তার উপকার হয় এবং তার সংশোধনের বিধান হয়। এমন সুবিচার ও সহানুভূতির দাবী অনুসারে যুগ খলীফাকে কাজ করতে হয়। বাহ্যিক উপায় উপকরণকে সামনে রেখে যুগ খলীফার কাজ হচ্ছে, এসব দায়িত্ব সম্পন্ন করা। নিযামে জামাত, কর্মকর্তাবৃন্দ এবং যাদেরকে যুগ খলীফার পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেয়া হয়— তাদের উচিত একই ন্যায়পরায়ণতা ও সহানুভূতির চেতনায় সমৃদ্ধ থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা। যারা জেনেশুনে নিজেদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে তারা খেয়ানতকারী। অবশ্যই তাদেরকে খোদা তা'লার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অতএব কর্মকর্তাদের জন্য এটি সত্যিই ভাবার বিষয়। জামাতের পদগুলো বানানোর পিছনে জাগতিক উদ্দেশ্যে নেই বরং এই উপলব্ধি থাকা উচিত যে, আমরা একটি পদে নিযুক্ত হয়ে পূর্বের তুলনায় বেশি জামাতের সদস্যদের সেবা করব এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা রাখব আর তাদের কল্যাণের জন্য উত্তম পথ সন্ধান করব, আর তাদেরকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হব যাতে করে জামাতের সদস্যদের সম্পর্ক দৃঢ় এবং জামাতের উন্নতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। কাজেই এই সহমর্মিতার চেতনা প্রত্যেক কর্মকর্তার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া উচিত। জামাতের প্রত্যেক কর্মীর মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত। কর্মকর্তাগণ যদি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাহলে একই কর্মকর্তারা সেবার দায়িত্বও পালন করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'জাতীর সেবক হওয়া নেতা হাওয়ার লক্ষ্যণ ।**

অর্থাৎ জাতির সেবক হলে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে সম্মান ও নেতৃত্ব লাভ হবে এবং এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই মিলে থাকে। মহানবী (সা.) এও বলেছেন, **"সাইয়্যেদুল কওমে খাদেমুহুম"** অর্থাৎ- জাতির নেতা জাতির সেবক হয়ে থাকে এবং হওয়া উচিত। হাদীস পড়া, শোনানো ও শোনার কল্যাণ তখনই লাভ হবে যদি তা কর্মে রূপান্তরের পুরোপুরি চেষ্টা করা হয়। কর্মকর্তাদের নিজেদের আচার-আচরণ অনেক উন্নত করা উচিত। লোকেরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকে, কিন্তু একজন কর্মকর্তার কাজ হল, সৎসাহস ও ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাওয়া। এ ধরনের লোকদের জন্যেও কোন সময় নিজের সহানুভূতি-সহমর্মিতাকে মরতে দেওয়া উচিত নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'রাগ বা ক্রোধ সংবরণ এবং তিক্ত কথা সহ্য করা অনেক বড় বীরত্বের কাজ। আর এটি মহানবী (সা.)-এর উক্তি 'বীর সে নয় যে অন্যকে ধরাশায়ী করে বরং প্রকৃত বীর সে-ই যে রাগের সময় নিজের রাগকে দমন করে' এর ব্যাখ্যা। রাগকে যখন দমন করবেন কেবল তখনই ন্যায় বিচারের দাবী পূর্ণ হবে, আর তখনই সহমর্মিতার সাথে সিদ্ধান্ত হবে। অতএব আমাদের কর্মকর্তাদের এই মানে অধিষ্ঠিত হতে হবে। এ কথাগুলো আমি কেবলমাত্র জার্মানীর কর্মকর্তাদের জন্য বলছি না বরং সারা পৃথিবীর সমস্ত জামাতের কর্মকর্তাদের আমি সম্বোধন করছি। ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশীয়া এবং আফ্রিকাকেও। এ ব্যাখ্যা আমি এই জন্য করছি কারণ মানুষ মনে করে, যেখানে খুতবা প্রদান করা হয়ে থাকে সেখানকার লোকদের অবস্থা এইরূপ, যেভাবে সাধারণত খুতবা জামাতের সকল সদস্যকে

উদ্দেশ্য করে হয়ে থাকে, সেভাবেই যদি কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী সম্পর্কে কথা হয় স্মরণ রাখতে হবে সে শ্রেণীর মানুষ পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে এমন কথা বলা হয়ে থাকে। কেননা বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লা এমটিএ'র কল্যাণে যুগ খলীফার কথা সহজভাবে সবার কাছে পৌঁছানোর একটি মাধ্যম তৈরি করে দিয়েছেন, একটি সুযোগ করে দিয়েছেন। এজন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের কথা হয়ে থাকে তা বিশ্বের সকল জামাতকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়ে থাকে। অবশ্য সে দেশের এটি সৌভাগ্য। যদি আমি জার্মানীকে সম্বোধন করি তাহলে জার্মানীর লোকেরা সৌভাগ্যশালী, ঐসব মানুষ সৌভাগ্যশালী যারা আমার সামনে বসে আছেন এবং আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। তার নিজেকে সর্বপ্রথম সম্বোধিত বলে মনে করা উচিত। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখবেন, বয়আতের যে শর্ত আমি পড়েছি তা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য নয় অথবা বিশেষ লোকদের জন্য নয় বরং প্রত্যেক আহমদী-ই এর উদ্দেশ্য।প্রত্যেক সেই ব্যক্তি সম্বোধিত যে নিজেকে জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত মনে করে। আমি স্পষ্ট করার জন্য কর্মকর্তাদের ব্যাপারে বলেছি কেননা তাদেরকে জামাতের সামনে আদর্শ হওয়া উচিত। এজন্য অন্যদের তুলনায় নিজেকে অধিক বিশ্লেষণ করতে হবে। অতএব এই নির্দেশ বা শর্ত কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয় বরং সবার জন্য আবশ্যক। তাই সর্বদা এর শর্তগুলোর বাক্য নিয়ে চিন্তা করুন, এগুলো মেনে চলার চেষ্টা করুন। এটির মান কেমন হওয়া উচিত— আমি তার আরো বিবরণ দিচ্ছি। আমি এখনই যেভাবে চতুর্থ শর্তে বলেছি, একজন আহমদীর জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন যে, কখনো কাউকে নিজের হাত বা মুখ দিয়ে কষ্ট দিবে না। এ পদমর্যাদা মানুষ তখনই লাভ করতে পারে যখন তাক্বওয়া শর্তানুযায়ী খোদাভীতির সাথে জীবন যাপন করবে, হৃদয় যখন আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং ভীতিতে পূর্ণ হবে। একটি হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, **'পরস্পর বিদ্বেষ পরায়ণ হবে না, পরস্পর ঝগড়া ও হিংসা বিদ্বেষ রাখবে না। একে অন্যের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না। আর তোমাদের মধ্যে হতে কেউ যেন একে অন্যের দরাদরিতে হস্তক্ষেপ না করে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও, মুসলমানের ভাই সে যে তার প্রতি অন্যায় করে না, তাকে লাঞ্ছিত করে না আর তাকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না। এরপর মহানবী (সা.) তিন বার নিজের হৃদয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, তাক্বওয়া এখানে আছে, তাক্বওয়া এখানে আছে, তাক্বওয়া এখানে আছে। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি দুস্কৃতিপরায়ণ কি-না তার প্রমাণের জন্য এটি দেখলেই চলবে যে, সে নিজের মুসলমান ভাইকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করে কি না? প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান হারাম'**। বর্তমানে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখুন! যে অন্যায় হচ্ছে, যেভাবে অধিকার খর্ব করা হচ্ছে, মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করছে সব দিকে আমরা যে অন্যায় ও অনাচারের দৌরাত্ম দেখছি এগুলোর মূলই হচ্ছে হিংসা-বিদ্বেষ এবং তাক্বওয়ার অভাব। আমরা সৌভাগ্যশালী! কারণ আমরা যুগ ঈমামকে মেনেছি আর সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থেকে বেঁচে আছি। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও আমাদের ঘর এবং পরিবেশেও এই ব্যাধি বিদ্যমান যার বর্ণনা (এই) হাদীসে এসেছে। আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই যদি বাস্তবতার নিরিখে আর নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে তাহলে দেখতে পাবে, আমি আপনাদেরকে এ গুলো ভুল কথা বলছি না। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের হিংসা-বিদ্বেষের কারণে মনোমালিন্য রয়েছে, জামাতের সদস্যদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে মনোমালিন্য রয়েছে, মহিলাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষের কারণে মনোমালিন্য রয়েছে। এ বিষয়ে হিংসা বিদ্বেষ শুরু হয়ে যায় যে, ওমুক ওমুক দায়িত্ব কেন অন্যদের দেয়া হয়েছে? আমাকে কেন দায়িত্ব দেয়া হয় নাই? আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই যদি এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আহমদীয়া জামাত একটি ঐশী জামাত। তাহলে পদের আকাঙ্খার পরিবর্তে ইস্তেগফারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ভাবা উচিত! কোন সময় যদি আমার উপর দায়িত্ব আসে তাহলে আমি যেন একে উত্তমভাবে সম্পাদন করতে পারি।

পদলিপ্সা যারা রাখে তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, এমন ব্যক্তিকে কখনো কোন পদ দিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা আমানতের সুরক্ষা করবে কেননা তোমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

পদ আর জামাতি দায়িত্ব আমানত স্বরূপ, যদি মানুষের হৃদয়ে তাক্বওয়া থাকে তাহলে সবসময় এ ভয়ে ভীতত্রস্ত থাকার কথা যে, আমার উপর যে দায়িত্ব রয়েছে তা যদি যথাযথভাবে পালন করতে না পারি তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আর জিজ্ঞাসাবাদ কোন বান্দার সম্মুখে হবে না, যাকে কথার মার-প্যাচে ধোঁকা দেয়া যেতে পারে বরং সেই অদৃশ্যজ্ঞাতা, সর্বজ্ঞানী ও সম্যক অবগত খোদার সম্মুখে জবাবদিহিতা হবে যার নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, যাকে ধোঁকা দেয়া যায় না।

কাজেই এ বিষয়গুলি যদি সকল কর্মকর্তাও সম্মুখে রাখেন আর পদের আকাঙ্খা পোষণকারীরাও সামনে রাখেন তাহলে প্রবৃত্তির দাসত্ব করার পরিবর্তে তাক্বওয়ার পানে অগ্রসর হবেন। এই তাক্বওয়ার অভাবই সামান্য কারণে মনোমালিন্যকে বাড়িয়ে দেয় আর অবস্থা গড়াতে গড়াতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, মানুষ ষড়যন্ত্র করা আরম্ভ করে যে ওমুককে কীভাবে কষ্ট দেয়া যায়? ওমুককে নিযামে জামাত এবং যুগ খলীফার সামনে কীভাবে নীচ ও হেয় প্রতীয়মান করা যায় অথবা তুচ্ছ প্রমাণ করা যায়, অথবা তার কোন দুর্বলতা তার সামনে কীভাবে তুলে ধরা যায়। এমন কি বৈঠকে তার স্ত্রী-সন্তানদের লাঞ্চিত করারও হীন চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় গোটা বংশ এতে জড়িয়ে যায়।

অতএব কোথায় এ শর্তে বয়আত করা হচ্ছে যে, কাউকে কষ্ট দিব না বরং সহমর্মিতা প্রকাশের পথ অন্বেষণ করব। উপকার করার উপায় সন্ধান করব, আর কোথায় এই ঘৃণ আচরণ। অতএব আমি যেভাবে বলেছি, এ মানে অধিষ্ঠিত হবার জন্য আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ দিনগুলোতে আপনারা আত্মজিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এ দিন কোন্ উদ্দ্যেশ্যে প্রদান করেছেন। এ সব কথা কোন কাল্পনিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমি বলছি না বরং প্রকৃতপক্ষে এমন বিষয়াদী গোচরীভূত হয় যা আমার জন্য দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়, অতি লজ্জার কারণ হয়, একদিকে জগদ্বাসীকে আমি বলি যে, জামাতে আহমদীয়া সেই জামাত যা অধিকার প্রদানের সুযোগ খুঁজে। জামাতে আহমদীয়া সেই মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী যিনি তাক্বওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে এ যুগে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু হায়! আমাদের কতিপয় সদস্যের অবস্থা কিরূপ? তাদেরকে দেখে অন্যরা কী বলবে? (তারা বলবে) তোমাদের দাবী কী আর তোমাদের কর্মই বা কী! অতএব আমাদেরকে যদি জগতে বিপ্লব আনয়নের কারণ হতে হয় তাহলে নিজেদের জীবনে, নিজেদের অবস্থার মাঝে সেই বিপ্লব আনতে হবে যা যুগ ইমাম ইসলামের অতি চমৎকার শিক্ষার আলোকে আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেছেন।

এরপর এ হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত (অন্যগুলো আমি বাদ দিচ্ছি) এটি করেছেন যে একজনের দর কষাকষির সময় অন্যজন যেন হস্তক্ষেপ না করে। এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, ব্যবসা নষ্ট করার জন্য, নিজ হৃদয়ের হিংসা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করার মানসে ব্যবসা নষ্ট করার চেষ্টা করবে না, নিজেদের সাচ্ছন্দের কারণে ব্যবসা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন জিনিসের অধিক মুল্য হাঁকাও, বরং এ নির্দেশের মাঝে অনেক গভীরতা রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, একজন কোন স্থানে আত্মীয়তার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব দেয় কিন্তু কথা চলাকালেই আবার অন্য প্রস্তাব নিয়ে কোন দল এসে যায়। প্রথমতঃ যদি জানা থাকে, তবে মেয়ে বা ছেলে পক্ষের কাউকে একটি প্রস্তাব সম্পর্কে কথা চলাকালে অন্য প্রস্তাব দেয়া উচিত নয়। এছাড়া যে ছেলে ও মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে তাদের এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রথমে প্রাপ্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে দোয়া করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত আর সেক্ষেত্রে পরে আসা প্রস্তাবের ব্যাপারে চিন্তাও করা উচিত নয়। হ্যাঁ! যদি দোয়া করার পরও প্রথম প্রস্তাবের ব্যাপারে মন সায় না দেয় তাহলে ঠিক আছে। এছাড়া অনেক সময় পরিস্থিতি যা দাঁড়ায়, এক ছেলের পক্ষ থেকে কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় তখন ছেলে বা সে মেয়ের পরিবারের সাথে তৃতীয় কোন ব্যক্তি মনোমালিন্যের কারণে মেয়ের পরিবারের কাছে পৌছে যায় যে, ঐ ছেলের মাঝে ওমুক ওমুক দোষ রয়েছে আর এর চেয়ে ভাল পরিবারের সন্ধান আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, তাকে না বলে দাও। অথচ সেই ভাল

সম্বন্ধের কথা আর কখনো তাকে বলাই হয় না কিন্তু হিংসা, বিদ্বেষবসতঃ এবং তাক্বওয়ায় ঘাটতির কারণে দু'টি পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আবার অনেক সময় মেয়ে পক্ষ এবং মেয়ের দুর্নাম রটানোর জন্য বড় ঘৃণ্য পন্থা ব্যবহার করা হয় আর নির্দোষ মেয়ের উপর কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করা হয় আর এ সব কিছু হিংসার-ই পরিণাম। মোটকথা এক পাপ থেকে অন্য অন্য পাপের সৃষ্টি হতে থাকে। মেয়েদের দোষারোপ করা হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লার রসূলের উক্ত নির্দেশ মেনে চলুন অর্থাৎ নিজেদের হৃদয়কে তাক্বওয়া দ্বারা পূর্ণ করুন। প্রত্যেক বিষয়ে তাক্বওয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটাও আর তাক্বওয়ার ভিত্তিতে কাজ কর। তোমাদের জন্য তাক্বওয়ার মাপকাঠি হল, সেই উত্তম আদর্শ যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে খোদা তা'লা তোমাদরেকে বলে দিয়েছেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (সূরা আল্ আহযাব:২২)। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উত্তম জীবনাদর্শ রয়েছে। তিনি মু'মিনের পরিচয় কেবল এটি-ই দেন নি যে, তার অনিষ্ট থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে বরং বলেছেন—মু'মিন সে যার হাত থেকে সমগ্র মানবতা নিরাপদ থাকবে। আর তিনি (সা.) ছিলেন ঐ সত্তা, যিনি সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা প্রর্দশনের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্নেহ ও দয়া প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও তিনি চূড়ান্ত মার্গে উপনীত ছিলেন। এমন কোন মানবীয় বৈশিষ্ট্য নেই যার পরম সীমায় তিনি উপনীত ছিলেন না। কাজেই আজ যখন আমরা নিজেদের মাঝে একটি পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির লক্ষ্যে একত্রিত হয়েছি তখন সকল আদর্শ সম্পর্কে স্মৃতি রোমন্থন আবশ্যক। সেসব উপদেশ শোনা আবশ্যক যা মহানবী (স.)-এর পবিত্র আদর্শ এবং তাঁর বরাতে আমাদের নিকটে এসে পৌছেঁছে। তিনি (সা.) বলেছেন, **'ধর্ম হলো অন্যের হিতাকাঙ্খীতার নাম। যখন নিবেদন করা হলো, কিসের হিতাকাঙ্খী হব? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্, তাঁর রসূল, মুসলমান ইমাম ও জনসাধারণের হিতাকাঙ্খী হওয়া'।**

অতএব একজন সত্যিকার মু'মিনের জন্য পালানোর কোন পথ নেই। জনসাধারণের হিতাকাঙ্খাকে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন যা পূরণ না করে কেউ না আল্লাহ্‌র প্রাপ্য দিতে পারে পারবে আর না তাঁর কিতাবের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারবে, না-ই তাঁর রসূলের অধিকার দিতে পারবে। এ বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও বর্ণনা করেছেন যার সারমর্ম হল, প্রকৃত তাক্বওয়া শুধুমাত্র এক প্রকার পুণ্য থেকে অর্জিত হতে পারে না, যতক্ষণ না সর্ব প্রকার পুণ্য কাজ করার চেষ্টা করা হয়। আর আমাদের নেতা ও অনুকরণীয় আদর্শ (সা.)-এর সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বনের জন্য পরম বিনয় ও আকুতির সাথে দোয়া করুন। সে নবী যিনি নিজের প্রাণকে শত্রুদের জন্য সহানুভূতির প্রেরণায় হুমকিগ্রস্ত করছিলেন, তিনিও অত্যন্ত বিনয় ও আকুতির সাথে নিজের প্রভুর সমীপে দোয়া করতেন, **'হে আমার আল্লাহ! আমি মন্দ স্বভাব, মন্দ কর্ম এবং মন্দ অভিপ্রায় থেকে তোমার আশ্রয় যাচনা করি'।** অতএব এটি হল, ঐ তাক্বওয়া যার বিষয়ে মহানবী (স.) নিজের হৃদয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, তাক্বওয়া এখানে। আর এটি সেই সর্বোত্তম আদর্শ যাঁর অনুসরণের নির্দেশ আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন। কাজেই আমাদের কতই না এই দোয়ার প্রয়োজন! আত্ম-বিশ্লেষণের কতই না প্রয়োজন। আর কতই না নিজ হৃদয়ে উঁকি মেরে লজ্জিত হওয়া প্রয়োজন।

আবার তিনি বলছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের জাগতিক উদ্বেগ ও কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'লা কিয়ামতের দিন তার উদ্বেগ ও কষ্টকে দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন কষ্টে জর্জরিত ব্যক্তিকে আরাম দিবে, তার জন্য জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ্ তা'লা পরকালে তার দোষত্রুটি সমূহ্ ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ্ তা'লা সেই বান্দার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকেন, যে নিজের ভাইয়ের সাহায্যের জন্য সোচ্চার। অতএব কে আছে! যে এ দাবী করতে পারে, আমি কিয়ামতের দিন সব ধরনের উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত থাকব? কে আছে যে নিজ কর্ম সম্পর্কে গর্ব করে বলতে পারে, আমি অনেক পুণ্য করেছি। কাজেই এ জগত বড়ই ভয়ের স্থান। আল্লাহ তা'লার দেখানো রাস্তায় চলে পুণ্যকর্ম করার তৌফিক লাভের চিন্তায় প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি

ক্ষণ মু'মিনকে কাটানো উচিত। জানি না কোন জিনিস আমাকে খোদা তা'লার নৈকট্য পাইয়ে দিবে, আমার ক্ষমার বিধান করবে। কতই না প্রিয় আমাদের খোদা, কতই না প্রিয় আমাদের রসূল, যিনি প্রত্যেক কর্ম সম্পর্কে বিষদভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।কোন কর্মকেই কম গুরুত্ব দেননি। অতএব কতই না সৌভাগ্যবান সে, যে নিজের খোদাকে সন্তুষ্ট করার এবং নিজের শুভ পরিণামের চেষ্টায় রত থাকে। এ চেষ্টায় রত থাকে যেন খোদা তা'লা তাদের অস্থিরতা সমূহ্ দূর করেন, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা সম্পর্কে একস্থানে বলেন, **'মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করা অনেক বড় ইবাদত এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের একটি বড় মাধ্যম। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, এ বিষয়ে খুবই দুর্বলতা দেখানো হয়। অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়। তাদের দেখাশুনা করা এবং বিপদাপদ ও কঠিন পরিস্থিতে সাহায্য করাতো দূরের কথা'।**

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **'অতএব সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এমন বিষয় যে, মানুষ যদি এটিকে জলাঞ্জলি দেয় এবং পরিত্যাগ করে তাহলে ধীরে ধীরে সে হিংস্র প্রাণী হয়ে যায়। মানুষের মনুষ্যত্বের দাবীও এটিই আর ততক্ষণ সে মানুষ নামের যোগ্য হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভাইদের সাথে মহত্ত্ব, উদারতা ও সদয় আচরণ করবেনা এবং কোন প্রকার বৈষম্য রাখবে না।'**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যান্য ধর্মের বিপরীতে ইসলামের সৌন্দর্য ও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে বলেন, **'পবিত্র কুরআন পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য নিকটাত্মীয় ও দরিদ্রদের যেরূপ অধিকার বর্ননা করেছে, আমি মনে করি না যে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে ততটুকু বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,** وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا **অর্থাৎ তোমরা খোদার ইবাদত কর এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না। নিজ পিতা-মাতার সাথে সদয় আচরণ কর এবং তোমাদের নিকটাত্মীয়দের প্রতিও অনুগ্রহ কর।** (সূরা আন্ নিসা: ৩৭) **এ বাক্যে সন্তান-সন্ততি, ভাই এবং দূর ও নিকটের সব আত্মীয়ের উল্লেখ এসেছে। অতঃপর বলেন, এতীমদের প্রতি অনুগ্রহ কর এবং দরিদ্রদের প্রতিও দয়ার্দ্র হও এবং আত্মীয়-অনাত্মীয় এমনকি প্রতিবেশীদের প্রতিও সদয় হও। আর এমন বন্ধু যে সহকর্মী বা কোন সফরসঙ্গী বা নামাযের সাথী বা ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সহপাঠী, মুসাফীর এবং তোমাদের অধীনস্থ সব প্রাণীর প্রতিও সদয় হও। খোদা এমন ব্যক্তিকে বন্ধু বানান না যে অহংকার করে, ঔদ্ধত্য দেখায় এবং অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না'।**

অপর একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, **'তার বান্দাদের প্রতি করুণা কর এবং তাদের প্রতি মুখ, হাত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে অত্যাচার করো না এবং সৃষ্টির কল্যাণার্থে চেষ্টা করে যাও আর কারো প্রতি অহংকার করো না, এমনকি তোমার অধীনস্থ হলেও। কেউ গালি দিলেও তাকে গালি দিও না। নমনীয়, সহিষ্ণু, সুস্থচিন্তাশীল আর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতীশিল হও যেন গৃহীত হতে পার। বড় হয়ে ছোটদের প্রতি দয়া কর— তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নয়, জ্ঞানী হয়ে জ্ঞানহীনদের শুভাকাঙ্খী হও অহংকারবশতঃ হেয় প্রতিপন্ন করবে না, ধনী হয়ে দরিদ্রেদের সেবা কর, আত্মম্ভরী হয়ে অহংকার প্রদর্শন করবে না। ধ্বংসের পথকে ভয় কর'।**

অতএব এ হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সদস্যদের জন্য শিক্ষা এবং তাঁর হৃদয়ের চিত্র; পৃথিবীবাসীর সামনে পবিত্র আদর্শ নয় প্রতিষ্ঠাই নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হওয়াও এর উদ্দেশ্য। একটি হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যারা দয়া করবে রহমান বা দয়ালু খোদাও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়ার্দ্র হও স্বর্গের অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র হবেন'।**

অতএব আমরা যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার নিকট করুণা যাচনা করি, তাঁর সর্বব্যাপী করুণার দোহাই দিয়ে তাঁর কাছে দোয়া করি তাই আমাদেরও উচিত সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির চেতনায় পূর্বের তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ হওয়া। আর একেও উত্তরোত্তর বাড়াতে হবে।

কাজেই এই দিনগুলিতে যেখানে আহমদীদেরকে নিজ ইবাদত এবং যিক্‌রে ইলাহীর মাধ্যমে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার চেষ্টা করতে হবে সেখানে সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং মনোমলিন্যকে দুর করা আর উন্নত নৈতিক মানে অধিষ্ঠিত হবার প্রতিও মনোযোগী হওয়া উচিত। বিশেষভাবে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একে অপরের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। আর এটি হৃদয়ের বক্রতা এবং মনোমালিন্য দূর না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। সৃষ্টির প্রতি প্রকৃত সহানুভূতির আবেগ তখনই প্রকাশ পায় যখন বৈষম্যমুক্ত হয়ে কোন পার্থক্য না করে সবার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হবে। আর এই সহানুভূতির আবেগই পরবর্তীতে একে অপরের জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগী করে। অতঃপর পরস্পরের জন্য দোয়ার মাধ্যমেই হৃদয়ে তাক্বওয়া সৃষ্টি হয়, অন্তরাত্মার পবিত্রতার বিধান হয়, বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের নতুন মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব যে বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছ থেকে বয়আতের অঙ্গীকার নিয়েছেন এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়। এটি আমাদের অবস্থার মাঝে বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য আবশ্যকীয়। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যও আবশ্যকীয়। আর সমাজের মধ্যে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর জন্য এবং এক বিপ্লব আনয়নের জন্য আবশ্যকীয়। অতএব এই দিনগুলোতে এই চেতনাকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করুন। আর দোয়াও করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন সবাইকে তৌফিক দান করেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। আমাদের সবাই যেন জলসার কল্যাণরাজি অর্জনকারী হয়। আর আমাদের বংশধররাও যেন আহমদীয়াতের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে এবং নিজেদের অবস্থার মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। আল্লাহ্ তা'লা এই দিনগুলোতে এবং আগামীতেও সর্বদা জামাতকে, জামাতের সদস্যদেরকে শত্রুর সব ধরনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন। সহানুভূতির আবেগ নিয়ে এ দোয়াও করুন, খোদা তা'লা যেন সে ধ্বংসের হাত থেকে জগতকে রক্ষা করেন যার দিকে তারা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ্ এবং মুসলমান দেশগুলোর জন্যও দোয়া করুন, বর্তমানে এরা ভয়াবহ পরীক্ষায় নিপতিত। কেন যে তারা পরীক্ষায় নিপতিত সেই আত্মজিজ্ঞসা তারা করে না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যুগ ইমামকে মানার তৌফিক দান করুন।

এভাবে আরো দু'একটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে নামাযের প্রতি মনোযোগ দিন। ভোরে ফজরের নামাযের সময় আমি দেখেছি, এখানে হলে মানুষ ঘুমিয়ে আছে। নামায শেষ হবার পরও তারা ঘুমিয়েই ছিল অথচ এখানে তাহাজ্জুদও হয়েছিল এরপর ফজরের নামাযও পড়া হয়েছে। যারা শুয়ে ছিলেন তাদের অধিকাংশই নয় বরং কতক যুবকও ছিল। যদি কেউ অসুস্থও থেকে থাকে তবুও নামায পড়া আবশ্যক। উঠে নামায পড়ার পর আবার ঘুমাতে পারে। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত আগামীতে এই হলে যেন সামনে না আসে, ব্যবস্থাপকদেরও এই বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তরবীয়ত বিভাগের সবার উচিত প্রত্যেককে জাগানো।

একইভাবে আমি গতকাল কর্মীদের বলেছিলাম আজ সবাইকে বলছি, নিরাপত্তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। এটি মনে করবেন না যে, আমরা একটি হলের মধ্যে সুরক্ষিত আছি তাই খুব ভালো নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। এতে সন্দেহ নেই, তারপরও প্রত্যেককে নিজের চতুপার্শ্বে ডানে ও বামে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেককে যে কোন ধরনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন।

খুতবা ও নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা শ্রদ্ধেয়া সৈয়দা আমাতুল্লাহ্ বেগম সাহেবার। যিনি হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি গতকাল মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৯২ বছর। তিনি হযরত ছোটি আপা উম্মে মতীন সাহেবার ছোট বোন ছিলেন। মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা অর্জনের পর ইসলামী শিক্ষার ক্লাশ পাস করেছেন। তিনি জনাব পীর সালাহ্ উদ্দীন মরহুমের স্ত্রী ছিলেন, যিনি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

মরহুমা ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্, মুলতানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। দেশ বিভাগের পর পরই রাওয়ালপিন্ডিতে সেক্রেটারী মাল এবং জামাতের বিভিন্ন পদে থেকে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭১ সালে তিনি তার স্বামীর সাথে হজ্বব্রত পালন করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। তার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা সবাই লিখেছেন। যদিও তিনি জীবনে অনেক দুর্ঘটনা দেখেছেন, তাঁর একজন যুবক ছেলে মারা যায়, স্বামীর মৃত্যুর পর যেই যুবক ছেলের সাথে তিনি ছিলেন হঠাৎ করে তিনি ইন্তেকাল করেন, কিন্তু তিনি সর্বদা ধৈর্যের সাথে জীবন কাটিয়েছেন, কখনো ধৈর্য হারান নি। দোয়ার গভীর অভ্যাস ছিল এবং ইবাদতগুজার ছিলেন। সন্তানদেরকে অধিকাংশ সময় এ উপদেশই দিতেন যে, ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ, নামাযকে কখনো পরিত্যগ করবে না। সদকা ও খয়রাত অনেক বেশি করতেন। কতক মহিলার জন্য নিয়মিত ভাতারও ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। একইভাবে পড়াশুনার প্রতিও তার গভীর আগ্রহ ছিল। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি ছিল না। নিজের পরিবার এবং শ্বশুড় বাড়ীর লোকদের প্রতিও সন্মানজনক ব্যবহার করতেন যাদের মধ্যে অনেকই অ-আহমদী। শ্বশুড় বাড়ীর লোকজনও তাঁর নসীহত এবং কথাকে গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন।

একইভাবে পবিত্র কুরআন পড়ানোর প্রতিও তার গভীর আকর্ষণ ছিল, যে যে স্থানে তিনি থেকেছেন সেখানকার শিশুদেরকে কুরআন শরীফ পড়াতেন। কুরআন পড়ানোর জন্য পুরো প্রস্তুতি নিয়ে যেতেন এবং নোট্সও নিতেন। অধিকাংশ সময় নিজের সন্তানদেরকে অহংকার থেকে বাঁচার জন্য হিতোপদেশ দিতেন। যেসব আত্মীয় অল্প-শিক্ষিত— তাদের সম্পর্কে বলতেন, তাদের সাথে কখনো অহংকারপূর্ণ আচরণ করবে না। আর বলতেন, অসৎসঙ্গ সর্বনাশ ডেকে আনে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর সন্তানদেরকে খিলাফত ও জামাতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন আর তাদেরকে সৎকর্মের তৌফিক দান করুন, আমীন।

আমীর সাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী এখানে সাউন্ড সিস্টেম ভালো রয়েছে, লাজনাদের অংশেও ভালো রয়েছে আর পুরুষদের অংশেও অনেক ভালো রয়েছে কিন্তু বুঝতে পারছি না ইকো কেন হচ্ছে, বা প্রতিধ্বনি কেন শোনা যাচ্ছে? সার্বিকভাবে যদি ভালো থাকে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ্। আর যদি আরো উন্নত করা প্রয়োজন হয় তাহলে সর্বাধিক ভালো করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)